বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক

উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক'-এর উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিষ্ঠার শুভক্ষণে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ও অগ্রযাত্রী সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এ দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জাতীয় উন্নয়নে এই অর্ধেক, অর্থাৎ প্রায় সাত কোটি মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের পেছনে রেখে, অসহায় রেখে জাতি সামনে এগোতে পারে না। নারীশিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সাথে সাথে ক্ষমতায়ন এখন যুগের দাবি। নিঃসন্দেহে পুলিশি ইউনিফরম পরিহিতা একজন নারী সমাজের অসহায়, নির্যাতিতা নারীর কাছে ক্ষমতার প্রতীক, আশা-ভরসার কেন্দ্র। একজন নারী-পুলিশ যখন রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীক হিসেবে প্রকাশ্য জনসমক্ষে আসে, তখন তা অসহায় নারীকে উজ্জীবিত করে নিঃসন্দেহে। নারী নির্যাতনসহ মানবতাপরিপন্থী অপরাধ প্রতিরোধে, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও মহিলা-পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ও কৃতিত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। অসহায় নারীকে নিরাপত্তা দিতে, আইন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, নারী-পুলিশের ভূমিকা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। নারী পরনির্ভর নয়, নিজের ভাগ্য নিজেই গড়তে পারে। অসহায় নয়, হতে পারে অন্যের সহায়। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, নিজেদের উন্নয়নে, সামাজিক উত্তরণে এই পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। গণশিক্ষা ও প্রচারণার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জিং দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানোও জরুরি। নারী হিসেবে নয়—মানুষ হিসেবে, সমানভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায়, নারী নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে তথা জাতীয় উন্নয়নে এই নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের ও আন্তর্জাতিক নারীসমাজ এবং নারী-পুলিশের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ দেশের নারীসমাজ, নারী-পুলিশ এবং 'বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক'-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ।

(মেজর জেনারেল এম.এ মতিন (অবঃ) বিপি, পিএসসি)

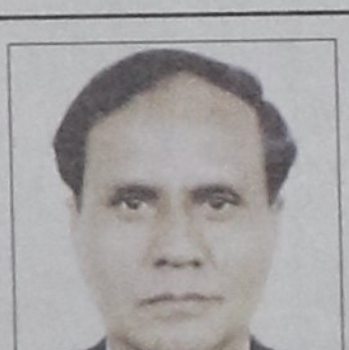

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক যাত্রা শুরু করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পুলিশের মতো পেশাদার বাহিনীর জন্য এই ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

জাতীয়ভাবে নারীর সামর্থ্য বাড়ানো সরকারের লক্ষ্য। নারীরা এখন সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পুলিশের ঝুঁকিপূর্ণ পেশায়ও তাঁরা প্রদর্শন করছেন কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য। রাখছেন অনন্য অবদান। পুলিশ বাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে। তাঁদের ক্ষমতায়ন, অধিকার সংরক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নারী পুলিশের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে সরকার আন্তরিক। ঢাকা মহানগর পুলিশে ইতোমধ্যে একটি স্বতন্ত্র নারী ইউনিট গঠন করা হয়েছে। আগামীতে এই ধারা আরও বেগবান হবে।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজে পুলিশ বাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। পুলিশকে নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়। অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের পুলিশ বাহিনীর অর্জন অনেক। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সমঝোতা, শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সকলকে হতে হবে আরও সচেষ্ট। অর্জনের এই ধারাকে উন্নীত করতে হবে কাঙ্ক্ষিত মানে।

উইমেন্স নেটওয়ার্ক পুলিশে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এই নেটওয়ার্কের অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করি।

(মোঃ আবদুল করিম)

অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক
বাংলাদেশ পুলিশ
ও
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীর নারী সদস্যদের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশ পুলিশে নারীর অংশগ্রহণের সূচনা ১৯৭৪ সালে। সূচনালগ্নে নারী পুলিশের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ জন। সময়ের আবর্তে আজ এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দু'হাজার। শিগগিরই এর সাথে যুক্ত হচ্ছে আরো দু'হাজার নারী পুলিশ।

নারী পুলিশের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হয়ে আসছে। দেরিতে হলেও উইমেন্স নেটওয়ার্ক চালু হওয়ায় বাংলাদেশ পুলিশে যোগ হবে নতুন মাত্রা। পুলিশের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নেটওয়ার্কে যুক্ত নারীর অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে নারী পুলিশের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়বে। শক্তির পরিবর্তে বুদ্ধি ও পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক আধুনিক পুলিশিং এর অন্যতম প্রধান কৌশল। আর নারী পুলিশ সদস্যগণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন- বিশেষ করে গৃহবিবাদ, নারী ও শিশু বিষয়ক অপরাধের ক্ষেত্রে। জনগণের কল্যাণে ও যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে একটি সেবাধর্মী, পেশাদার, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়াসে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ পুলিশের এই উদ্যোগ যাদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতায় সফল হয়েছে তাদের সকলকে এবং দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্কের শুভ অগ্রযাত্রা কামনা করছি।

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি)

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক
উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

ফাতেমা বেগম
ডিআইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ

ভূমিকা

পবিত্র কোরআন শরীফে মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক (সুরা-বাকারাহ, আয়াত-১৮৭)। অর্থাৎ পোশাক যেমন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, নারী ও পুরুষ তেমনি একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নয়। বরং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করবে। আধুনিক পুলিশের ধারণায় পুলিশ একটি বহুমুখী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের আপামর জনসাধারণকে যথাযথ পুলিশি সেবা প্রদান করতে হলে পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি নারী সদস্যের অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। বর্তমান যুগে নারী সদস্য বিহীন পুলিশ বাহিনী কল্পনা করা যায় না। তাই স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নারী পুলিশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এই প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের ৮ জুন বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নারী সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালে নিয়োগ দেয়া হলেও পুলিশ নারীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও কর্ম পরিকল্পনা না থাকার কারণে ২০০৮ সালেও ১ লাখ ২৫ হাজার সদস্যের পুলিশ বাহিনীতে পুলিশ নারীর সংখ্যা মাত্র ২০০০। বলা বাহুল্য, এ সংখ্যা মোট পুলিশ সদস্যের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। এছাড়া সঠিক কর্ম পরিকল্পনা ও যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে বেশীর ভাগ পুলিশ নারী মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ পায়নি। যার ফলে তারা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আছে। আর এ কারণেই বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যাতে এ সংগঠনের মাধ্যমে পুলিশ নারীরা সংগঠিত হয়ে নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে দেশ ও সমাজের জন্য আরো কার্যকর সেবা প্রদানে সামর্থ লাভ করতে পারে। বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০৮-১০ গত ১৫ জুন প্রকাশিত হয়েছে। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রকাশের প্রাক্কালে বাংলাদেশ পুলিশের প্রধান বলেন যে, "আমাদের এমন একটি পুলিশি সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন করার লক্ষ্য রয়েছে যা দেশের নাগরিকদের যথাযথ সেবা প্রদান করবে।" পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনায় পুলিশকে "বাহিনীর" সংস্কৃতি থেকে "সেবা সংস্থার" সংস্কৃতিতে রূপান্তর করার আকাঙ্খা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এ আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দিতে পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় কমিশন (ইসি) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে চলছে। এ সংস্কার কর্মসূচির অন্যতম একটি উদ্যোগ হল পুলিশি কার্যক্রমকে জেন্ডার সংবেদনশীল করা। আর বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক গঠনে সহায়তা প্রদান এ উদ্যোগেরই একটি অংশ। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক।

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক গঠনের প্রাক্কালে আমরা যে স্বপ্ন (Vision) নির্ধারণ করেছি তা হলো, "পুলিশ নারীর সামর্থ ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে নারীর উন্নয়নের জন্য গৃহীত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা।" আর এ স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য এ নেটওয়ার্কের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো :

১. বাংলাদেশ পুলিশে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করা।
২. আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী লব্ধ জ্ঞান এবং ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে পেশাদারিত্বের উন্নয়ন সাধন করা।
৩. বাংলাদেশ পুলিশে নারীর ক্ষমতায়ন ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এবং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় পুলিশ নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।
৪. বিভিন্ন সরকারি ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে পুলিশ নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
৫. পুলিশ নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক সামর্থসহ সকল প্রকার কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নারীর উপযোগী কর্ম পরিবেশ অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৬. চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে সদস্যদের আইনানুগ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার, সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠা করা এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৭. বাংলাদেশ পুলিশ নারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন করা এবং সে লক্ষ্যে পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা।
৮. নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি এবং উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুলিশ নারীর অধিকারসমূহ সমুন্নত রাখার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৯. সদস্যদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র ও সুযোগ চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১০. অন্যান্য সহযোগী সংস্থা এবং গোষ্ঠীর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বিকভাবে নারীর উন্নয়নের জন্য ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

প্রয়োজনীয়তা

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, জনগণকে যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য শুধুমাত্র নারী পুলিশদের নেটওয়ার্কের প্রয়োজন হল কেন? এর উত্তরে বলা যায়, সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে জন্মের পর হতে নারী ও শিশু নানা রকম অযত্ন, অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার হয়। শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যেও রয়েছে বৈষম্যমূলক নীতি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব দেয়া হয় কম। সামাজিক বিধি নিষেধের দোহাই দিয়ে মেয়েদের ঘরে আবদ্ধ রাখার প্রবণতা সব পরিবারের মধ্যেই দেখা যায়। ফলে জীবনকে জানার ও জগতকে দেখার সুযোগ মেয়েরা কম পায়। মেয়েরা হয়ে যায় পরমুখাপেক্ষী এবং তাদের মধ্যে আস্থাহীনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কর্মক্ষেত্রেও নারীরা নানা রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করে। নারী পুলিশও এ পরিস্থিতির বাইরে নয়। কাজেই পুলিশ নারীর দক্ষতা, সামর্থ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য এ ধরনের একটি নেটওয়ার্কের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। নিজেদের দক্ষতা ও সামর্থ বৃদ্ধির পাশাপাশি নারী পুলিশের জন্য যথোপযুক্ত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিও এ নেটওয়ার্কের লক্ষ্য থাকবে। এই নেটওয়ার্কের আওতায় নারী পুলিশ তার ব্যক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের জন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা/ কর্মচারী হিসেবে গড়ে উঠবে। নারী পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি সমাজে তার অবস্থানকে করবে জোরালো। আর সমাজে নারী পুলিশের অবস্থান জোরালো হলে নারী ও শিশু নির্যাতন, পারিবারিক নির্যাতন এবং নারী ও শিশু বিষয়ক অন্যান্য অপরাধের ঘটনা কমে আসবে।

শেষ কথা

পরিশেষে বলা যায়, জনগণকে যথাযথ পুলিশি সেবা প্রদানের সে স্বপ্ন বাংলাদেশ পুলিশের রয়েছে তা বাস্তবায়নে পুলিশের পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারী সদস্যরাও অঙ্গীকারবদ্ধ। এ স্বপ্ন আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে, চলার শক্তি দেবে। এ শক্তি এক সুতায় গাঁথা যা আমাদের সংগঠিত হতে প্রেরণা যোগাবে। এক বুক স্বপ্ন নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। সবার সহযোগিতা, ভালবাসা ও শুভ কামনা আমাদের সঙ্গে থাকবে এই আশা করছি।

উপদেষ্টা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশে প্রথমবারের মত উইমেন্স নেটওয়ার্ক চালু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নব যাত্রার এই শুভক্ষণে নারী পুলিশসহ দেশের আপামর নারীসমাজকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। এ ধরনের একটি উদ্যোগে সহযোগী হওয়ার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকেও জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

সরকার নারীর ক্ষমতায়নে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী শিক্ষা প্রসার, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি, লিঙ্গ সমতা, মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বাড়ানো এসব কর্মযজ্ঞ নারীর জীবনমানে সূচিত করেছে পরিবর্তনের ইতিবাচক ধারা। অমানিশার অন্ধকার কাটিয়ে অন্তপুরের অবরোধ বাসিনীরা এখন বেরিয়ে আসছে। তারা জেগে উঠেছে বহ্নি শিখার মত। সোচ্চার হচ্ছে নিজেদের অধিকার আদায়ে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীর মতামত পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্ব পাচ্ছে।

পুলিশ হিসেবে দায়িত্বপালন একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। আমাদের নারীরাও এ পেশায় স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। তাঁরা পুরুষ সহকর্মীর পাশাপাশি দাঙ্গা দমনে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে সমানতালে দক্ষতার সাথে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছে আপন মমতায়। আবার শান্তিরক্ষী মিশনের সাহসী সদস্য হিসেবে বিশ্বের গোলযোগপূর্ণ দেশে কপোত উড়িয়ে বয়ে দিচ্ছে শান্তির সুবাতাস।

আশা করি বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করবে। আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হলে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্কের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

(রাশেদা কে, চৌধুরী)

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বাণী

'বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক' উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই শুভযাত্রার শুভলগ্নে উদ্যোক্তাসহ এ দেশের নারীসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং নারী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ প্রতিরোধ ও উদঘাটনের সুবিধার্থে নারী পুলিশের পথচলা শুরু। প্রচল নির্ভর বৃত্তাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে, রাস্তায় টহল দেওয়া থেকে শুরু করে দাঙ্গা দমন, তদন্ত, প্রশাসনিক কার্যক্রম, এমনকি নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারী পুলিশ এগিয়ে আসছে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা আজ বিশ্বায়ন পর্যায়ে বিস্তৃত হচ্ছে। আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের নারী পুলিশের ভূমিকা শুধু দেশেই নয়, জাতিসংঘের আওতায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রশংসিত হচ্ছে।

একজন নারী যখন ইউনিফর্ম পরে, অস্ত্র হাতে জনসমক্ষে যায় তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তাকে শক্তি, ক্ষমতা এবং নিরাপত্তা বোধের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে। নারী পাচারসহ নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, ডমেস্টিক ভায়োলেন্স ও নানাবিধ বীভৎস অপরাধসমূহ প্রতিরোধ ও উদঘাটনে ভিকটিমের কাছে নারী পুলিশের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। তাই এই চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারী পুলিশের পদচারণা তাদের কর্ম প্রয়াসকে দৃশ্যমানভাবে সমুন্নত ও সুসংহত করবে। ভিকটিমের মনস্তাত্ত্বিক শক্তি জোগাতে, আত্মবিশ্বাস ফেরাতে নারী পুলিশের বিকল্প নেই। নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা রোধে এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানে নারী পুলিশ নিঃসন্দেহে একটি দৃশ্যমান মডেল। এই নিরাপত্তা বোধ, নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। তাই দরকার নারী পুলিশের আন্তঃসম্পর্ক এবং নারীসমাজের সাথে পুলিশের সম্পর্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। প্রযুক্তির প্রসারের যুগে সবার সঙ্গে সবাইকে যুক্ত করে, যুথবদ্ধভাবে সামাজিক অবক্ষয় রোধে এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা আজ সময়ের দাবি।

বিভাজন নয়, মেলবন্ধন—এই শ্রেয়বোধে বিকশিত ও বিবর্ধিত হয়ে 'বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক' তাদের কর্মক্ষেত্রে সহমর্মিতা ও সহযোগিতা তথা নারীবান্ধব কর্মক্ষম পরিবেশের সূচনা করে সামগ্রিক কার্যক্রমে কাঙ্ক্ষিত ব্যাপ্তি ও উৎকর্ষতা অর্জন করবে—এটাই সকলের প্রত্যাশা। আমি এই নেটওয়ার্কের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

(নূর মোহাম্মদ)

UNDP Bangladesh
DFID Department for International Development